দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 03 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ১১ ডিসেম্বর ॥ 'বসন্তের পাখি'রা ভিড় করছে বিএনপি জামায়াত জোটে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দল এবং প্রগতিশীল চিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের শিক্ষক রাজনীতি জটিল হয়ে পড়েছে। প্রধান দু'টি দলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে যোগ্য প্রার্থীদের অনীহার খবর পাওয়া গেছে। 'বসন্তের পাখিরা' ক্ষমতা থেকে বিদায়ী নীল দল ছেড়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোটে ভিড় করছে। দু'টি দলেই অন্তর্দলীয় কোন্দলে পরাজয়ের আশঙ্কা থেকে অনেক যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরে যাচ্ছেন। তবে দু'দলের নীতিনির্ধারকরা যথাসম্ভব একটি শক্তিশালী প্যানেল দেয়ার লক্ষ্যে একের পর এক দলীয় সভায় মিলিত হচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার হিসাবে কাজ করে। এ কারণে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনী যুদ্ধ প্রতিবছর জমে ওঠে। এবারের নির্বাচনে দু'পক্ষের আদর্শিক প্রতিযোগিতার চেয়ে ভিতরকার প্রতিযোগিতা নিয়ে দল দু'টি হিমশিম খাচ্ছে। তুলনামূলক বিবেচনায় নীল দল এ ক্ষেত্রে একটু ভাল অবস্থায় রয়েছে। দলনিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা সে সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারেনি। আগামী ৩ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। ৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন এবং ১১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২শ' ৫০ শিক্ষক এই নির্বাচনে ভোটদানে অংশ নেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান দু'টি দলে অন্তর্দলীয় সঙ্কট যত প্রবল হোক দু'পক্ষের নীতিনির্ধারকরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ের জন্য কাজ করে যাবেন। তবে নব নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য তাঁর আদর্শিক দলের বিজয় অর্জনের মাধ্যমে নিজের সাফল্য দেখিয়ে সরকারের আরও আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি কতটা সফল হবেন তা নির্ভর করছে দলের উদারপন্থী এবং কট্টরপন্থীদের মধ্যে সমঝোতা প্রক্রিয়া কতদূর এগুতে পারে এবং তা কতটা দৃঢ় হবে তার ওপর। প্যানেল নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনাও চলছে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি পক্ষের নীতিনির্ধারক

নীল সাদা উভয়ের রাজনীতিই জটিল হয়ে পড়েছে

মহলে। শিক্ষক সমিতির ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদের এবারের নির্বাচনে নীল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ উল্লাহ ভূঁইয়া একটি আদর্শ ধারণ করলেও সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকতা পেশার প্রতি কমিটেড ছিলেন। আবার তাদের আদর্শ এবং কমিটমেন্টে কোন ঘাটতি ছিল না– এ বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজের। এদের বাইরে নীল দলের ৮/১০ জন কমিটেড শিক্ষকের নাম শোনা যাচ্ছে যাদের নিয়ে নতুন প্যানেল হতে পারে। সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে দলে এখন সঙ্কট নেই বললেই চলে। যারা সুযোগ-সন্ধানী হিসাবে দলে এসেছিল তাদের দু'তিন জন একাডেমিক প্রোগ্রামের আয়োজন করে রেখেছিল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাঁরা বিদেশে পড়াশোনা করতে (!) গেছেন, যাঁরা গত পাঁচ বছরে দল থেকে কিছু নিতে চাননি বরং শুধু দিয়ে গেছেন তাঁরা এবারও আন্তরিকতা দিয়ে কাজে নেমেছেন বলে জানা গেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদানকে কেন্দ্র করে সাদা দলের মধ্যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহে এক ডজন নতুন নিয়োগ দিয়েও সে সঙ্কট কাটাতে পারবে না বলে দল সূত্রে জানা গেছে। এদিকে নবনিযুক্ত উপাচার্য যে অঙ্ক দিয়ে সরকারের মনোনয়ন নিয়ে এসেছেন সেটি শক্ত করতে তিনি নির্বাচনী বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি সরকারের আস্থা ধরে রাখতে চান পাশাপাশি বিরুদ্ধবাদীদের 'আন্ডার সিস্টেমে' রাখার প্রক্রিয়াও রয়েছে। সাদা দলের প্যানেলে শীর্ষ পদটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, অধ্যাপক এএসএমএ ফায়েজ, অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের নাম শোনা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কারা প্রার্থী হবেন তা বলা যাচ্ছে না। গত বছর নির্বাচনে ১৫টি পদের মধ্যে নীল দল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২টিতে জয়ী হয়েছিল। বাকি তিনটিতে সাদা দল জয়ী হয়েছিল। এবারে জয়ের ব্যাপারে নীল দল আরও আশাবাদী। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠনের পর দেশব্যাপী সন্ত্রাসের ঝড়, ফুটপাথ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ দখল, অধ্যাদেশ '৭৩ লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ ইস্যু করে নীল দল বড় ধরনের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।